গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টিন মিস্ত্রির মৃত্যু, আহত নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে দোকানঘরে টিনের ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক টিন মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত এনামুল হক ওই গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। এদিকে, এনামুল হককে বাঁচাতে গিয়ে মনোয়ারা খাতুন নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মনোয়ারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাহারবাটি ক্লাবপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দিনমজুর এনামুল হক ক্লাবপাড়া এলাকায় মিঠুর দোকানে টিনের কাজ করছিলেন। এ সময় টিনের উপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিষধর সাপের কামড়ে ইমরান হোসেন (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রামের খালেক বিশ্বাসের ছেলে। সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

স্বজনরা জানায়, রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় গরমে ঘর থেকে বাইরে বের হন ইমরান। এ সময় একটি বিষধর সাপ তার ডান পায়ে ছোবল দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করলে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে প্রয়োজনীয় এন্টিভেনম না থাকায় চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।

তবে সেখানে নেওয়ার পর রাত প্রায় ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত’র মামা খলিলুর রহমান জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় গরমের কারণে বাইরে বের হলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত চিকিৎসার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আরিফ হোসেন (১৭) ও সোহান আহমেদ (১৭) নামে দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের পাঁচমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিফ হোসেন সদর উপজেলার বিজয়পুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে এবং সোহান আহমেদ একই গ্রামের শিপন আহমেদের ছেলে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশের জাহানুর আলী জানান, আরিফ হোসেন ও সোহান আহমেদ মোটরসাইকেলে তেল নিতে ঝিনাইদহ শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের পাঁচমাইল এলাকায় পৌঁছালে একটি মাহিন্দ্রা গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে তারা রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

এ সময় সামনের দিক থেকে আসা বালিবোঝাই একটি ট্রাক তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যায়।
খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

দামুড়হুদা ও দর্শনায় ৬ ঘন্টার ব্যবধানে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পৃথক দুই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৪ বছরের শিশু রুফাইয়িত হোসেন ও ৯ মাস বয়সী শিশু আনিসা।

শনিবার সকালে ও দুপুরে উপজেলার নাটুদা ও কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের দর্শনা থানা এলাকায় এই হৃদয়বিদারক দুটি ঘটনা ঘটে। একদিনে দুই শিশুর মৃত্যুতে ঐ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নাটুদা ইউনিয়নের বোয়ালমারি গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে মারা যায় রুফাইয়িত হোসেন (৪)। সে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ঢোলমারি গ্রামের আসমান আলীর ছেলে।

স্বজনরা জানান, মায়ের সঙ্গে নানা আবুল কাশেমের বাড়িতে বেড়াতে আসে রুফাইয়িত। সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলা করতে করতে একপর্যায়ে সবার অগোচরে পাশের পুকুরে পড়ে যায় সে। অনেক খোজাখুজির পর এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের মাতম নেমে আসে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর দুপুরে দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর খামারীপাড়ায় ঘটে আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আনোয়ার হোসেনের ৯ মাস বয়সী শিশু কন্যা আনিসা অসাবধানতাবশত বাড়ির পাশের

একটি পানিভর্তি গর্তে পড়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করলেও তাকে আর বাচানো সম্ভব হয়নি।

একই দিনে ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শিশুর এমন করুণ মৃত্যুতে হতবাক স্থানীয়রা। তাদের ভাষ্য, সামান্য অসতর্কতা আর নজরদারির ঘাটতিই কেড়ে নিল দুটি নিষ্পাপ প্রাণ। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দিন জানান, একটি ঘটনায় স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য ঘটনাতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে এক কৃষক মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বিষধর সাপের কামড়ে রুহুল আমিন (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মটমুড়া মন্ডলপাড়া গ্রামের বাড়ির সামনে মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রুহুল আমিন একই গ্রামের আনছার মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের দিকে বাড়ির পাশে মাঠে বাতাস খেতে যান রুহুল আমিন। এ সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান।

নিহতের ভাই জিয়াউর রহমান বলেন, “ভাইকে সাপে কামড় দেওয়ার পর আমরা স্থানীয় এক ওঝাকে ডাকি। তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ঝাড়ফুঁক করে বলেন, কোনো বিষ নেই, নির্বিষ সাপ কামড় দিয়েছে। কিন্তু রাতের দিকে ভাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।”

তিনি আরও জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই রুহুল আমিনের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মামুন জানান, সাপের কামড়ে আহত রুহুল আমিন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বর্তমানে তার মরদেহ কুষ্টিয়ায় রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় শাজাহান শেখ (৫৫) নামে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কোটচাঁদপুর আমবাজার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী চায়ের দোকানদার রাজিব হোসেন জানান, আমবাজার মোড়ে তার দোকানে বসে ছিলেন তিনি। রাত ৮টার দিকে হঠাৎ ট্র্যাক্টরের শব্দের সঙ্গে একটি জোরালো বিকট শব্দ শুনতে পান। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, সড়কের ওপর এক সাইকেল আরোহী পড়ে আছেন এবং ট্র্যাক্টরটি দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত ব্যক্তিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের ভাই মাহবুবুর রহমান জানান, দুই দিন আগে তার মেয়ের অপারেশন হয়েছিল কোটচাঁদপুরের একটি ক্লিনিকে। শুক্রবার রাতে তিনি মেয়ের জন্য ভাত নিয়ে ক্লিনিকে যাচ্ছিলেন। পথে আমবাজার মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্র্যাক্টর তাকে ধাক্কা দেয়। শাজাহান শেখ একজন প্রবাসী ছিলেন এবং তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

ঘটনার পর ট্র্যাক্টর ও এর চালক পালিয়ে যায়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে মেহেরপুরের দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় খেলার সময় পুকুরে পড়া ফুটবল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে মেহেরপুরের আদনান (১০) ও আব্রাহাম (৭) নামে দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১০ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়নের রায়েরটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনারগাঁ থানা পুলিশের পরিদর্শক মো. মহিববুল্লাহ।

নিহত শিশুরা মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে। তারা রায়েরটেক এলাকার খান বাড়ির নিজাম খানের বাসায় ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করত।

নিহতদের বাবা জিয়াউর রহমান জানান, তার দুই ছেলে স্থানীয় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ নামে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। শুক্রবার মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় তারা বাড়িতে এসে পুকুরপাড়ে ফুটবল নিয়ে খেলছিল। এ সময় বল পুকুরে পড়ে গেলে এক ছেলে তা তুলতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়।

পরে অন্য ভাই তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুজনই পানিতে তলিয়ে যায়। এ কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শী রনি হোসেন জানান, দুই ভাই পুকুরপাড়ে খেলছিল। হঠাৎ তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না। পরে এক নারীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করে একে একে দুই শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিববুল্লাহ বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় আসমা হক নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত নজরদারি পেলে ওই প্রসূতির প্রাণ বাঁচানো সম্ভব ছিল।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জেলা শহরের শামীমা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ৪ এপ্রিল প্রসবব্যথা নিয়ে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি হন আসমা। পরে সেখানে তার সিজার করা হয়। সিজারের পর নবজাতক সুস্থ থাকলেও আসমার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এর মধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ছাড়পত্র দিয়ে দেয়।

স্বজনরা বুধবার দুপুরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে আবারও রাতে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আসমার চাচা আমির হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ভর্তি করার পর দীর্ঘ সময় চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। যে ডাক্তারের সিজার করার কথা ছিল, তিনি সিজার করেননি। আমার ভাতিজিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসি। সে সময় দায়িত্বরত নার্স ও চিকিৎসকরা কোনো ব্যবস্থা নেননি। এতে রোগীর অবস্থার অবনতি হলেও দ্রুত কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওই ক্লিনিকের মালিক ডা. শামীমা বলেন, “হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দায় নেই।”

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান বলেন, “প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পরে বলতে পারবো।”

অভিযোগ উঠেছে, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদাসীনতায় একের পর এক প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক-হাসপাতালের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারির দাবি জানিয়েছেন জেলার সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেলাল হোসেন (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদী সাজিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল হোসেন ওই গ্রামের প্রবাসী মো. রকিবুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বেলাল নিজ বাড়িতে একটি লোহার পেরেক নিয়ে টেবিলের ওপর খেলছিল। এ সময় তার মা মোবাইল ফোনে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অসাবধানতাবশত শিশুটি হাতে থাকা পেরেকটি টেবিলের ওপর থাকা বৈদ্যুতিক সকেটে প্রবেশ করালে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক জানান, বেলাল টেবিলের ওপর বসে খেলছিল। এ সময় হাতে থাকা পেরেক সকেটে লাগলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং বিপজ্জনক বস্তু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম জানান, পেরেক সকেটে ঢোকানোর ফলে শিশুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার

মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে গৃহবধূর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে মারা গেলেন শিরিনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ। আজ সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বনবিভাগ পাড়ায়। সে ওই এলাকার রমজান আলীর স্ত্রী।

হাসানের পিতা মনির হোসেন জানান,কোটচাঁদপুর বন বিভাগ পাড়ার বাসিন্দা আমরা। শিরিনা খাতুন রমজান আলী স্ত্রী। সে আমার ছেলে হাসান, কেক ফ্যাক্টরির মালিক আব্দুস সালামের মেয়ে মিম ও তাঁর ছেলে হাবিবুর রহমানের জন্য প্রতিদিন টিফিন নিয়ে যেতেন বিদ্যালয়ে। সোমবার দুপুরে আমার ও তাঁর ছেলের জন্য টিফিন নিয়ে মিমের টিফিন নিতে তাদের বাড়িতে গিয়েছেলেন। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা কেক ফ্যাক্টরির ফিতায় আটকে যায় তাঁর কাপড়। এতে করে সে গুরুতর আহত হন। এ সময় ফ্যাক্টরির মালিক সহ স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুর রহিম মরা দেহের সুরতহাল রিপোর্ট করেছেন। এরপর মরা দেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।